

অন্ন গ্রহণ করার আগে মন্ত্র

পবিত্র বদে অন্ন গ্রহণ করার আগে যে মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছেঃ

ওঁ অন্নপতঃ অন্নস্য নৌধকেষ্যঃ নমীয়স্য মুষ্মনি প্রদাতারং অতারশং(অতার্ষিৎ)
নোদহৌ দ্বী-পদসেবাং চতুষ্পদো।। [যজুর্বদে ১১।৮৩]

সরলার্থঃ

ভাষ্যঃ হে অন্নপতঃ পরমাত্মন ! এই অন্ন-ফল-মূল-কন্ দ-ঔষধি বনস্পতি আদি যাহা
কিছু আমরা আহারকরিতাহার মালীক কবেল আপনহি একমাত্র আছনে। যাহার সাহায্যে
সমস্ত জড় চতেন জগতেরপ্রাণী মাত্র খাদ্য হইতে রস-রক্ত মাংস-মধে-অস্থি-
ময্যা আদি বল শক্তি পরাক্রম ওজ-তজোদি যাহা কিছু আছে তাহার সমস্ত কিছুই
এইঅন্নদ্বারা উত্পন্ন হইতছে যাহাতে আপনার কৃপায়এই অন্নরে সাহায্যে আমাদের
শরীর রাজ্যে সমস্তকিছুর উত্তমরূপে নির্মাণ-রক্ষণ-ব র্দ্ধন-পালনপোষণ হইতে
থাকুক। যতাবৎ আমরা শরীরেরে কল্যাণ কামনা করি,সেইভাবেই যেন যাহাদরে দ্বারা
এই অন্ন উত্পন্ন করা,পাক করা, দাতা-প্রদাতা আদি উপকার করবার লোকআছে ;
তাহাদরেও যেন আমার মত বল বীর্য্য-পরাক্রমাদি ঐশ্বর্য্যেরে প্রাপ্ত হইতে থাকে
।আমাদের অন্নরে কিছু অংশ, দুই পা এবং চতুষ্পদআদি প্রাণী মাত্রেরে জন্ম প্রদান
করা হোক। যাহাতে কাহারও যেন কষ্ট অনুভব না হয়। আমরা যেন সকলে এই ভাবনা
নিয়ে কর্মেরমাধ্যমে চলতি পারি।।

খাওয়া শুরু করার আগে ও পরে যে দুটি বদেমন্ত্র বলতে হয়, সেই অসাধারন
আদর্শযুক্ত দুটো মন্ত্রঃ---

ভোজন প্রারম্ভের মন্ত্রঃ-

ওঁ অন্নপতঃ অন্নস্য নো দহেয়নমীবস্য শুষ্মগিঃ।

প্র প্র দাতারং তার্ষি উর্জং নো ধহে দ্বিপিদে চতুষ্পদো।।

~যজুর্বদে ১১.৮৩

অনুবাদ- হে প্রাপ্ত অন্নসমূহেরে দাতা প্রভু, আমরা যেন এ অন্ন গ্রহনে সুস্বাস্থ্য
ও বলযুক্ত হই। সকল দীন-দুঃখী ও অভাবগ্রস্থ পীড়িতরাও অন্নপ্রাপ্ত হয়, সকল
মানুষ ও চতুষ্পদীসহ সকল প্রাণী যেন অন্নপ্রাপ্ত হয়।

ভোজন সমাপ্তির মন্ত্রঃ-

ওঁ মোঘমন্নং বন্দিদতে অপ্ৰচতোঃ সত্যং ব্রহ্মীমি বধ ইত্‌স তস্য।

নার্য্যমণং পুষ্যতিনি নো সখ্যং কবেলাঘো ভবত কিবেলাদী।।

~ঋগ্‌বদে ১০.১১৭.৬

অনুবাদ- মূঢ়ব্যক্তিদেরে অন্নগ্রহন ব্যর্থ। তারা অন্নরে ঘাতক। কেননা তারা শুধু
নজিৎ একাই অন্নপ্রাপ্ত হয়ছে, কিন্তু তার দুর্গত প্রতবিশী বা বন্ধুদেরে খবর
নয়েন। বিস্তৃত এজন্য সৎ অন্ন নয়, পাপ ভোজন করোহে প্রভু, সকলেই যেন

পর্যাপ্ত অন্নপ্রাপ্ত হয়ে সুখী হয়।

